খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান সংবাদ প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 09 ❑ Issue 35 ❑ 13 Nov., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

বাম- কংগ্রেস এলেও অনশন মঞ্চে গর হাজির তৃণমূল নেতৃত্ব

রাহুল দেবনাথ ঃ ঠাকুর বাড়িতে মতুয়াদের আমরণ অনশন মঞ্চে এসে ইতিমধ্যেই বাম, কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা আন্দোলনকে সমর্থনও জানিয়ে গিয়েছেন। বৃহস্পতিবার এসে সমর্থন করেছেন রাজ্য কংগ্রেসের প্রাক্তন সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী। কিন্তু অনশনের নয় দিন কেটে গেলেও এখনও পর্যন্ত ঠাকুর বাড়িতে আসেনি তৃণমূলের কোন প্রতিনিধি। আসেন নি বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের কোন নেতৃত্ব। যদিও অনশন মঞ্চে না আসা নিয়ে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিত দাস এবং হাবরার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক আত্মপক্ষ সমর্থন করে নিজেদের মতো যুক্তি দিয়েছেন।

এস আই আরের প্রতিবাদ এবং নিঃশর্ত নাগরিকত্বের দাবিতে গত ৫ নভেম্বর থেকে ঠাকুর বাড়িতেই প্রয়াত বড় মা বীণাপাণি ঠাকুরের মন্দিরের সামনে আমরণ অনশনে বসেছেন তৃণমূল প্রভাবিত অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের গোসাই, দলপতিরা। ২১ জন মতুয়া এই আমরণ অনশন শুরু করেন। শুরুর দিনে ঠাকুর বাড়িতে ছিলেন না সংগঠনের সংঘাধিপতি তথা তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ মমতা বালা ঠাকুর। মধ্যপ্রদেশ থেকে ফিরে এসেই অনশনের অষ্টম দিনে তিনিও আমরণ অনশন শুরু করেন। অনশন চলাকালীন অংশগ্রহণকারীদের বেশ কয়েকজন অসুস্থ্য হয়ে পড়েন। তাদের হাসপতালে ভর্তি ও করাতে হয়েছিল। অনেকেরই ব্লাড প্রেশার এবং সুগার ফল করেছে। ঠাকুরনগর গ্রামীণ হাসপতালের মেডিকেল টিম প্রতিদিন

এসে অসুস্থদের স্বাস্থ্য পরীক্ষা করছেন। মতুয়াদের এই অনশন নিয়ে আক্রমণ শানিয়েছেন কেন্দ্রীয় জাহাজ প্রতিমন্ত্রী শান্তনু ঠাকুর। আমরণ অনশনে অংশগ্রহণকারীদের বাংলাদেশী মুসলমান এবং রোহিঙ্গা বলেও নিশানা করেছেন তিনি। কিন্তু মতুয়াদের স্বার্থে নিজেদের জীবন বাজি রেখে গত নয় দিন ধরে অনশন চালিয়ে যাচ্ছেন মতুয়ারা। তাদের সঙ্গে অনশনে অংশ নিয়েছেন মমতাবালা ঠাকুর।

গত ৭ নভেম্বর মতুয়াদের অনশন মঞ্চে এসেছিলেন সি পি এমের রাজ্য সম্পাদক মন্ডলী এবং কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সুজন চক্রবর্তী। ওই দিনেই ঠাকুর বাড়িতে এসেছিলেন রাজ্য কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার।বাম এবং কংগ্রেসের নেতৃত্ব অনশনকারী মতুয়াদের সঙ্গে কথা বলেন। তাদের স্বাস্থ্যের খোঁজ খবর করার পাশাপাশি তাদের এই আন্দোলনকে সমর্থনও জানিয়েছেন। কিন্তু অনশনের নয় দিন কেটে গেলেও বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের কোন নেতৃত্ব ঠাকুর বাড়িতে আসেন নি। যে অনশনে বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার চেয়ারম্যান তথা রাজ্যসভার সাংসদ অংশ নিয়েছেন, সেই মঞ্চে তৃণমূল নেতৃত্বের কারোর না আসা নিয়ে মতুয়াদের চাপা ক্ষোভ থাকলেও প্রকাশ্যে কিছু বলতে চাইছেন না।

এদিন আসেন কংগ্রেস নেতা তথা প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। ঠাকুর বাড়িতে ঢোকার মুখেই ডঙ্কা, কাশি বাজিয়ে কংগ্রেস নেতাকে স্বাগত জানিয়েছেন মতুয়ারা। হরিচাঁদ, গুরুচাঁদ ঠাকুরের মন্দিরে প্রণাম করে অধীর চলে আসেন অনশন মঞ্চে। মমতাবালা ঠাকুরের পাশে বসেই তিনি

তৃতীয় পাতায়...

টাল-মাটাল বনগাঁ পৌরসভা

সরলেন না গোপাল

পদ থেকে সরালেন জ্যোৎস্নাকে

প্রতিনিধি ঃ বারাসত এবং বনগাঁ পুরসভার দুই চেয়ারম্যানকে পদত্যাগ করার নির্দেশ দিয়েছিল দল। সেই নির্দেশ মেনেই বারাসত পুরসভায় নতুন চেয়ারম্যান শপথ নিয়েছেন। কিন্তু বনগাঁর চেয়ারম্যান পদত্যাগ করেন নি। দলের নির্দেশের পর বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতিও চিঠি দিয়ে ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত পদত্যাগের সময় বেঁধে দিয়েছেন গোপাল শেঠকে। এরমধ্যে ১৩ নভেম্বর নাগরিক কনভেনশনের ডাক দিয়েছেন গোপাল। ফলে বনগাঁ পুরসভা নিয়ে একটা অস্থির পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে এবার বনগাঁ পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে জ্যোৎস্না আঢ্যকে সরিয়ে দিলেন গোপাল শেঠ। গোপালের চিঠি হাতে পেয়ে মঙ্গলবার একদিকে যেমন জ্যোৎস্না আঢ্য চক্রান্তের অভিযোগ তুলে সরব হয়েছেন গোপাল শেঠের বিরুদ্ধে, তেমনি অন্যদিকে অস্থির পরিস্থিতিও বহাল রয়েছে বনগাঁ পুরসভায়।

গত লোকসভা নির্বাচনে বনগাঁ পুরসভা এলাকায় তৃণমূলের ফল খারাপ হওয়ার কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে নাগরিক পরিষেবা সহ একাধিক বিষয় উঠে আসায় ভোট কুশলী সংস্থার সমীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যানের পদ থেকে গোপাল শেঠকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছিল দল। গত ৬ নভেম্বর তাঁকে পদত্যাগ করতে বলা হয়েছিল। কিন্তু গোপাল শেঠ পদত্যাগ করেন নি। দলীয় নির্দেশ না মানায় দুদিন পরেই ১৯ জন কাউন্সিলরদের মধ্যে ১৭ জন কাউন্সিলরকে নিয়ে বৈঠক করেন বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিত দাস।ওই বৈঠকে সকলেই দলের নির্দেশকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। পদত্যাগের জন্য ১৫ নভেম্বর পর্যন্ত সময় বেঁধেও দেওয়া হয় গোপালকে। তবে, পদত্যাগ করেন নি তিনি। এই অস্থির পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য গোপাল শেঠ নাগরিক কনভেনশনের ডাক দিয়েছেন। নাগরিক কনভেনশনের আগে মঙ্গলবার চিঠি দিয়ে পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান জ্যোৎস্না আঢ্যকে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে সরিয়ে দিলেন গোপাল শেঠ।

বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান শংকর আঢ্যর স্ত্রী জ্যোৎস্না। গত ২০১০ সালে পুরসভা নির্বাচনে জ্যোৎস্না প্রথম কাউন্সিলার হন।ওই বছরেই তিনি পুরসভার চেয়ারম্যান হন। ২০১৫ সালের নির্বাচনে শংকর আড্য ফের চেয়ারম্যান হন। বনগাঁ শহরে তৃণমূলের রাজনীতিতে গোপাল শেঠের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর নেতা হিসেবেই পরিচিত শংকর আঢ্য। দু'জনের সম্পর্কও সাপে নেউলে। ২০২২ সালে পুরসভা

তৃতীয় পাতায়...

চুরির অভিযোগে গ্রেপ্তার যুবক

প্রতিনিধি ঃ বাইক চুরির অভিযোগে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল গাইঘাটা থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম শুভাশিস মন্ডল ওরফে বিদেশ(৩০)। ধৃতের কাছ থেকেই চুরি যাওয়া বাইকটিও উদ্ধার করেছে পুলিশ। বুধবার ধৃতকে বনগাঁ আদালতে তোলা হলে ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গত ৩ নভেম্বর রাত ১১ টা ২০ মিনিটে বনগাঁ ঘাটবাওড়ের বাসিন্দা সৌভিক মন্ডল বাইক রেখে গাইঘাটা থানার বকচরা এলাকার একটি পানশালার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। কিছুক্ষণ পর তিনি খেয়াল করেন, তার বাইকটি ওই জায়গায় নেই। মঙ্গলবার তিনি গাইঘাটা থানায় বাইক চুরির লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত চালিয়ে বাইক চুরির অভিযোগে শুভাশিস মন্ডল ওরফে বিদেশকে গ্রেপ্তার করে গাইঘাটা থানায় পুলিশ। উদ্ধার হয়েছে বাইকও।

দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করলো পুলিশ

প্রতিনিধি ঃ ডাকাতি করার আগে দুটি ধারালো দা ও একটি সাবল সহ তিন দুষ্কৃতীদের গ্রেফতার করল বনগাঁ থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতদের নাম গোপাল দে, রঞ্জিত দে বনগাঁ থানার খয়রামারি এলাকায় বাড়ি ও মহিদুল মন্ডল গোপালনগর থানার বেলতা এলাকায় বাড়ি। শনিবার বনগাঁ থানার পুলিশ টহল দেওয়ার সময়ে নতুনগ্রাম চৌমাথায় সন্দেহজনক তিন ব্যক্তিকে দেখতে পায়। তাদের আটক করে তল্লাশি চালাতে উদ্ধার হয় দুটি ধারালো দা ও একটি সাবল। ডাকাতির উদ্দেশ্যে জড়ো হয়েছিল তারা বলে জানা যায়। ধৃতদের আজ বনগাঁ মহকুমা আদালতে পাঠিয়েছে পুলিশ।

দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো পুলিশ

প্রতিনিধি ঃ বনগাঁ থানার দত্তপাড়া এলাকায় মা বাসন্তী লজে আগুন লাগার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়ালো। তবে দমকলের তৎপরতায় বড়সড় ক্ষতির থেকে রক্ষা পেয়েছে বলে জানিয়েছেন লজ কর্তৃপক্ষ। লজের মালিক বনগাঁ পৌরসভার কাউন্সিলর অভিজিৎ কাপুড়িয়া। দমকলের তৎপরতায় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হয়।

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৯ ❐ সংখ্যা ৩৫ ❐ ১৩ নভেম্বর, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

ক্ষমতা বড়ো বালাই!

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে SIR এর উত্তেজনার মধ্যেই শাসকদলের অন্দরে রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে বিভিন্ন পৌরসভার চেয়ারম্যান রদবদল নিয়ে। দলের নির্দেশ মেনে অনেক পৌরসভার সুপ্রিমোর পদ ছাড়লেও অনেকে দলের নির্দেশ অমান্য করে পদ আঁকড়ে বসে আছেন। জেলা উত্তর ২৪ পরগণার বনগাঁ পৌরসভা তেমনই, যেখানে পুরপ্রধান দলের নির্দেশ অমান্য করে চেয়ার আঁকড়ে পড়ে আছেন। ক্ষমতা বড়ো বালাই! — একথা বহুল প্রচলিত। বনগাঁ পৌরসভার ক্ষেত্রে একথা সর্বৈব সত্য। চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ শুধুমাত্র ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য বিভিন্ন রকম কৌশল অবলম্বন করে চলেছেন। তার মধ্যে একটি হল নাগরিক কনভেনশনের ডাক দেওয়া। অবশ্য প্রশাসনের অনুমতি না মেলায় নাগরিক কনভেনশন থেকে বিরত থাকতে বাধ্য হয়েছেন। উপর ওয়ালাদের কৃপা বর্ষণ পাওয়ার চেষ্টা তো করেই চলেছেন। কোন উপায় না দেখে নিজের ঝাল মিটিয়েছেন ভাইস-চেয়ারম্যানের উপর। কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগ তুলে নিজের ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে তাঁকে পদ ছাড়তে বাধ্য করেছেন। শেষ পর্যন্ত উপর ওয়ালাদের কৃপা বর্ষণ না পেয়ে নিজের অসুস্থতার অজুহাত দেখিয়ে নিজে পদত্যাগ না করে ২১নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যানের পদে বসিয়ে দাবার ঘুঁটি সাজিয়ে বসে আছেন। এখন দেখার পাশা কোন দিকে ওল্টায়!

ব্যাক-ওয়াটার রাজ্য করালা

[ভ্রমণকাল ১৩/১২/২০১৬ থেকে ২৬/১২/২০১৬]

অজয় মজুমদার

গত সপ্তাহের পর...

রেইন ফরেস্ট অ্যালায়েন্স কর্তৃক সার্টিফাইড হয়ে ২০০৯ সাল থেকে কোম্পানিটির টপ স্টেশনে ৩০০ একর জমির জন্য ইউ এস ডি এ জৈব সার্টিফিকেশন এবং চুন্ডাভুররাই এস্টেটে কেয়ারট্রেড সার্টিফিকেশন রয়েছে।

এই অঞ্চলে হাজার হাজার বছর ধরে মালায়রায়ন এবং মুথুভানের মত শিকারী— সংগ্রাহক উপজাতিরা বাস করে এসেছে। প্রথমদিকে কেবল তামিল এবং কিছু মালয়ালি সেখানে বাস করত। চা বাগানে তাদের শ্রমিক হিসাবে আনা হত।

সন্ধ্যায় অনেকেই মার্কেটিংয়ে গেল। ওখানকার কিছু জিনিস এনে সেখানকার স্মৃতি রক্ষার জন্য সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য। রাতে আমরা সবাই এই হোটেলেই থাকলাম। ১৮ই ডিসেম্বর ২০১৬ সকাল আটটায় আমরা বেরিয়ে পড়লাম টেকাডির উদ্দেশ্যে। মুন্নার থেকে টেকাডির দূরত্ব ৯১ কিলোমিটার। কেরালার টেকাডি হল কেরালা রাজ্যের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এই স্থানের প্রকৃত নাম হলো থেক্কাডি। এই স্থানের সৌন্দর্য এবং পেরিয়ার টাইগার রিজার্ভের জন্য পরিচিত। দর্শকদের জন্য পেরিয়ার একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এটি কেরালা রাজ্যের ইদুক্কি জেলায় অবস্থিত ও আমরা দুপুর ২ টা নাগাদ থেক্কাডি পৌঁছালাম। আমরা উঠলাম হোটেল শিথার(Sithara) ইন্টারন্যাশনাল, কামেলি, থেক্কাডি, কেরালা--৬৮৫৫০৯।

লাঞ্চ শেষ করে আমরা পেরিয়ার জঙ্গলের টিকিটের জন্য গেলাম। ১৫ মিনিটের জন্য পেরিয়ার লঞ্চ- সাফারির টিকিট পেলাম না। তাই এদিক ওদিক ঘুরে পেরিয়ার জঙ্গলকে দূর থেকে দেখলাম। এই জঙ্গলে সাফারি দুই ভাবে করা যায়। লঞ্চে এবং জিপে। লঞ্চ সাফারি পেলাম না। তাই জিপ সাফারিতে যাব ঠিক করলাম। জিপে সাতজন নেবে ও সে জন্য ৩০০০ টাকা দিতে হবে। পেরিয়ার জঙ্গল, যা পেরিয়ার জাতীয় উদ্যান এবং বন্যপ্রাণী অভয়ারণ্য নামে পরিচিত ও কেরালা রাজ্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষিত এলাকা । এটি ইদুক্কি এবং পাঠানামথিট্টা জেলায় অবস্থিত। এখানে গ্রীষ্মমন্ডলীয় চিরসবুজ আধা-চিরসবুজ ও আর্দ্র পর্ণ মোচী বনের মিশ্রণ দেখা যায়। পেরিয়ার তার সমৃদ্ধ জীববৈচির্ত্র্য বিশেষ করে এশিয়ার হাতি, বাঘ, বিভিন্ন পাখি, এবং অন্যান্য প্রাণীর জন্য বিখ্যাত ও এই জঙ্গল টি ৩৬০ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে বিস্তৃত। এই জঙ্গলে দেখা যায়--- এশিয়ান হাতি, বাঘ, বিভিন্ন প্রজাতির পাখি, বানর, উল্লুক এবং আরো অনেক কিছু এখানে দেখতে পাওয়া যায়। লঞ্চ বা নৌকা ভ্রমণ করা যায় এরিয়ার হ্রদে। ট্রেকিং এবং পাখি দেখার সুযোগ রয়েছে।

পেরিয়ার জঙ্গল কেবল একটি পর্যটন কেন্দ্র নয় ,এটি বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান।

চলবে...

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

পূর্ব প্রকাশের পর...

ধারা ২৯: সংশোধনী (Amendments)

চুক্তির কোনও ধারা পরিবর্তন বা সংশোধন করার প্রক্রিয়া এই ধারায় নির্ধারণ করা হয়েছে।

চুক্তির কোনো সংশোধনী প্রস্তাব একটি রাষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের কাছে জমা দিতে হবে।

মহাসচিব তা রাষ্ট্রপক্ষগুলোর কাছে পাঠিয়ে দেবেন এবং সংশোধনী বিবেচনা করার জন্য একটি সম্মেলন ডাকার অনুরোধ করবেন।

সংশোধনী তখনই গৃহীত হবে যখন রাষ্ট্রপক্ষগুলোর সংখ্যাগরিষ্ঠের দ্বারা গৃহীত হবে এবং এরপরে এটি রাষ্ট্রপক্ষগুলো দ্বারা তাদের সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় সমর্থন করবে।

ধারা ৩০: বলবৎ হওয়া (Entry into Force)

এই ধারাটি কখন এবং কীভাবে চুক্তিটি আন্তর্জাতিক আইন হিসাবে কার্যকর হবে সেটি নির্ধারণ করে।

চুক্তিটি তখনই কার্যকর হবে যখন পঁয়ত্রিশতম অনুমোদনের দলিল সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবের কাছে জমা পড়বে।

পঁয়ত্রিশতম দলিল জমা দেওয়ার তারিখ থেকে তিন মাস পর থেকে বলবৎ হবে।

পঁয়ত্রিশতম দলিলের পরে যারা অনুমোদন করবে, তাদের জন্য চুক্তিটি তাদের দলিল জমা দেওয়ার তারিখ থেকে তিন মাস পর বলবৎ হবে।

এই চুক্তি কার্যকর হবে যখন ৩৫টি রাষ্ট্র অনুমোদন বা যোগদান করবে।

কার্যকারিতার তারিখ হবে মহাসচিবের কাছে ৩৫তম অনুমোদনপত্র জমা দেওয়ার তিন মাস পর।

এভাবে ১৯৭৬ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে ICESCR কার্যকর হয়।

ধারা ৩১: দাপ্তরিক ভাষা ও ডিপোজিটরি (Official Languages and Depositary)

এই ধারাটি চুক্তির দাপ্তরিক ভাষা এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

এই ধারাটি চুক্তির দাপ্তরিক ভাষা এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

এই ধারাটি চুক্তির দাপ্তরিক ভাষা এবং এর সংরক্ষণের দায়িত্ব নির্ধারণ করে।

চুক্তিটির মূল অনুলিপি চীনা, ইংরেজি, ফরাসি, রুশ, ও স্প্যানিশ ভাষায় প্রস্তুত করা হয়েছে এবং এই প্রতিটি ভাষাই সমানভাবে নির্ভরযোগ্য (equally authentic)।

সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের মহাসচিবকে চুক্তির ডিপোজিটরি (সংরক্ষক) হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। মহাসচিব স্বাক্ষরের, অনুসমর্থনের, অনুমোদনের এবং অনুমোদনের সমস্ত দলিলের সত্যায়িত অনুলিপি সকল সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের কাছে সরবরাহ করবেন।

"সবার উপরে মানুষ সত্য: প্রসঙ্গ মানবাধিকার" শীর্ষক আমাদের এই আলোচনায় আমরা মানবাধিকারের সার্বজনীন ঘোষণা (UDHR)-এর আদর্শিক ভিত্তি, নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICCPR)-এর সুদৃঢ় আইনি কাঠামোর মাধ্যমে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণের সুরক্ষা এবং অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি (ICESCR)-এর মাধ্যমে মানুষের জীবনধারণ ও মানবিক মর্যাদার অর্থনৈতিক ও সামাজিক দিকগুলোর নিশ্চয়তা বিশ্লেষণ করলাম।

এই তিনটি দলিল যা সম্মিলিতভাবে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিল গঠন করেছে তা কেবল আন্তর্জাতিক আইন নয়, বরং মানবজাতির সম্মিলিত চেতনার মূর্ত প্রতীক। আলোচনা করে আমরা নিশ্চিত হলাম যে, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারের পূর্ণ উপলব্ধির জন্য নারী ও পুরুষের সমান অধিকার অপরিহার্য। এই ধারাটি একটি মৌলিক সত্য তুলে ধরে : মানবাধিকারের পূর্ণতা কেবল তখনই সম্ভব, যখন বৈষম্যমুক্ত সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

যদিও এই চুক্তিগুলি স্বাক্ষরিত হওয়ার পর বহু দশক অতিবাহিত হয়েছে এবং উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হয়েছে, তবুও মানবাধিকারের চ্যালেঞ্জগুলি আজও বিদ্যমান। এই আন্তর্জাতিক বিধানগুলি আমাদের মনে করিয়ে দেয় যে, মানবাধিকার রক্ষা করা রাষ্ট্রের প্রধান কর্তব্য এবং প্রতিটি নাগরিকের সম্মিলিত দায়িত্ব। 'সবার উপরে মানুষ সত্য' এই আদর্শকে বাস্তবে রূপ দিতে হলে প্রতিটি রাষ্ট্রপক্ষকে অবশ্যই ICESCR এবং অন্যান্য মানবাধিকার চুক্তির ধারাগুলি, বিশেষ করে অর্থনৈতিক সমতার মূলনীতিকে আন্তরিকভাবে ও নিরন্তর প্রচেষ্টার মাধ্যমে কার্যকর করতে হবে। মানবাধিকারের প্রতি এই ধারাবাহিক প্রতিশ্রুতিই আমাদের একটি ন্যায়সঙ্গত ও মানবিক ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে। [১ম পর্ব সমাপ্ত]

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

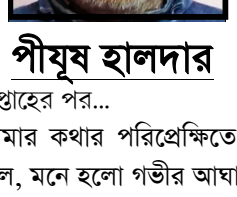

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

আমার কথার পরিপ্রেক্ষিতে দাদু যা বলল, মনে হলো গভীর আঘাত না পেলে এ কথা কেউ বলতে পারেনা। দাদু বলল, " তুই তো স্বপ্ন দেখবি বলছিস, কিন্তু শ্মশানে বসে থাকলে মনে কোনও স্বপ্ন জন্ম নেয় কী!"

আমি বললাম, "দাদু স্বপ্ন এমনই একটা বিষয় যা কেবল মানুষের মনেই আসতে পারে। মানুষের মনে ভাবনা আছে। সেই ভাবনাই মানুষকে স্বপ্ন দেখতে শেখায়। তুমি বলেছিলে না, আমাকে আমার লক্ষ্যে পৌঁছতে হবে। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে গেলেই স্বপ্ন দেখা দরকার। তুমি এখন স্বপ্ন দেখো, গাছগুলোকে কিভাবে বড় করতে হবে। বাবা এখন স্বপ্ন দেখছে, আমার লক্ষ্যে পৌঁছানোর। দাদারা স্বপ্ন দেখছে কারখানাটাকে বড়ো করে তৈরি করার। এভাবেই আমরা সবাই স্বপ্ন দেখছি। বাবা স্বপ্ন দেখেছিল খুব বড় করে ব্যবসাটা করবেন। পারিপার্শ্বিক কারণের জন্য সেটা সফল হল না। তাই বলে কি আমি বলব স্বপ্ন দেখা খারাপ?"

দাদু আমার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, "বেঁচে থাক, দাদা। সারা জীবন ধরে তোর স্বপ্ন যেন কোনদিনও অসময়ে না ভাঙে। এবার ভেতরে মায়ের কাছে যা। মা এ সময় স্নান করতে যায়। এখন চলে এসেছে। " দাদুর সাথে কথা বলতে বলতেই, মা ঘরে ঢুকলো। স্নান করে, একটা সাধারণ কাঁচা শাড়ি পরে আছে। অর্ধেকটা ঘোমটা টানা। মা ঘরে ঢুকতেই একটা স্নিগ্ধ গন্ধ সারা ঘরে ছড়িয়ে পড়ল। দাদুই প্রথম কথাটা বলল, "বৌমা দেখো, তোমার ছোট ছেলে কত বড় হয়ে গিয়েছে। বয়সের তুলনায় ওর চিন্তা সাইকেলের মত না একটা মোটর গাড়ির মতো ছুটে চলেছে। "

"কী যে বলেন বাবা আপনি! ও মোটর গাড়ি পাবে কোথায়! এখনও পড়াশোনা শেষ করে উঠতে পারল না। পড়া শেষ করে চাকরি বাকরি করবে তারপরে না গাড়ি কিনবে।" এ কথা বলে মা দাদুর দিকে তাকাল। দাদু এবার খানিকটা হেসে বলল, " তুমিও যে স্বপ্ন দেখছ, তা সফল হোক। মোটর গাড়ি না হোক একটা স্কুটার কিনুক।"

এত ভাঙাচোরা আর কষ্টের মধ্যেও মা সেই আগের মতোই মা আছে। মনে হচ্ছে, এ যেন সর্বংসহা কোনও এক দেবী। তাপ- উত্তাপহীন জীবনে একটাই মাত্র কাজ, সংসারটাকে ঠিক মতো পরিচালনা করা।

বহুদিন বাড়ির সকাল দেখিনি। এখানে আমার কোনও নির্দিষ্ট ঘর নেই। মায়ের ঘরেই একটা খাট পাতা আছে। মনে হয় মা এখানেই রাতের বেলা ঘুমাতেন। বাবা থাকতেন পাশের ঘরে। মায়ের খাটে শুয়েছি, সেটা পূর্বদিকে জানলার পাশে। সকাল সাড়ে সাতটায় ঘুম ভাঙলো। শীতের সকাল। জানলা খুলতেই উজ্জ্বল রোদ ঝাঁপিয়ে পড়ল খাটের ওপর। আলসেমি কাটছে না। ওখানেই বসে বসে খানিকটা রোদ গায়ে মাখলাম। রান্নাঘর থেকে স্টোভের শোঁ শোঁ শব্দ আসছে। বুঝতে পারলাম, মা চা করছে। এখনই ডাকবে। মা ডাকার আগেই চাদরটা টেনে নিয়ে গায়ে জড়িয়ে বাইরে বেরোলাম। কলপাড়েও খানিকটা রোদ এসেছে। তখন বাড়িতে নিম পেস্ট আসত।

চলবে...

আক্রান্ত চিকিৎসকের বাড়িতে বিধায়ক স্বপন মজুমদার

নীরেশ ভৌমিক ঃ শ্যামাপুজোয় এক বন্ধুর সাথে প্রতিমা দেখতে বেরিয়ে বাড়ির কাছেই কতিপয় দুষ্কৃতীর হাতে নিগৃহীতা হন তরুনী ইঞ্জিনিয়ার অংশুমিতা। সেই খবর পেয়ে ছুটে যান তরুণীর এক দাদা। পেশায় চিকিৎসক সুমন সাহা । সেখানে গিয়ে বিশিষ্ট চিকিৎসক এবং কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের এ্যাসিট্যান্ট প্রফেসর সুমনবাবু ঘটনার প্রতিবাদ করতেই দুষ্কৃতীদল তাকে আক্রমন করে। নাকে ঘুসি মারে, ঘটনার হতভম্ব সুমনবাবু মাটিতে পড়ে যান। সেই অবস্থাতেও মারধোর চালিয়ে যায় দুষ্কৃতী বাহিনী।

রাতেই তিনি স্থানীয় প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে চিকিৎসা করিয়ে গাইঘাটা থানায় দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। এলেকার শুভবুদ্ধি সম্পন্ন মানুষজন একজন চিকিৎসককের উপর এহেন বর্বরোচিত হামলার ঘটনায় নিন্দায় সরব হন। বহু মানুষ চিকিৎসককে দেখতে আসেন। কলকাতা থেকে আসেন ডাঃ সুমনের বেশ কয়েকজন চিকিৎসকবন্ধু। স্থানীয় বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদারও সপার্ষদ সুমনবাবুর বাড়িতে আসেন। চিকিৎসকের নিকট থেকে ঘটনার বিবরণ শোনেন এবং নিন্দনীয় এই ঘটনার নিন্দা করে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতার ও কঠোর সাজার দাবি জানান। ডাঃ সুমনকে যে কোন প্রয়োজনে পাশে থাকার আশ্বাস দেন বিধায়ক স্বপনবাবু। স্বপনবাবু পরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, একদল দুষ্কৃতী শাসকদলের মদতে এ ধরনের নানা অসামাজিক কাজকর্ম করে চলেছেন। চাঁদপাড়াকে অশান্ত করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

কিন্তু তিনি তা বরদাস্ত করবেন না বলে জানান। তিনি মোবাইলে থানার ওসির সাথেও এ বিষয়ে কথা বলেন। শেষ খবরে জানা যায়, ঘটনায় জড়িত চারজনকে পুলিশ গ্রেফতার করে কোর্টে পাঠায়। তবে ঘটনার সাথে যুক্ত মূল অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেফতার করেনি বলে অভিযোগ শোনা যাচ্ছে।

বনগাঁয় কপালী সম্প্রদায়ের সম্মেলন; ১০ শতাংশ সংরক্ষণের দাবি

সংবাদদাতা ঃ পতাকা উত্তোলন ও সংগঠনের রাজ্যসভাপতি তুষার কান্তি হালদার, রাজ্য কমিটির সম্পাদক গিরিজা শঙ্কর রায়, জেলা উত্তর ২৪ পরগণা জেলা কমিটির সভাপতি গোপাল চন্দ্র মণ্ডল এবং সম্পাদক স্বপন কুমার দত্ত কর্তৃক মঙ্গলদ্বীপ প্রোজ্জনের মধ্য দিয়ে গত ৯ নভেম্বর সকালে বনগাঁর কালীতলা বিশ্ববন্ধু শিক্ষা নিকেতনে মহাসমারোহে শুরু হয় পশ্চিমবঙ্গ কপালী সমিতির ৩৮ তম রাজ্য সম্মেলন। সম্মেলনে বিভিন্ন জেলার পাঁচ শতাধিক কপালী সম্প্রদায়ের লোকজন উপস্থিত হন।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমিতির অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন বর্ষিয়ান কাশিকান্ত সরকার, ডাঃ রাধাপদ মণ্ডল, মধুসূদন মণ্ডল, ধীরেন্দ্র নাথ হাজরা, রামচন্দ্র বিশ্বাস, রাধারমন মণ্ডল, সমাজকর্মী মানব বিশ্বাস, অনিরুদ্ধ রায়, শিক্ষক কার্ত্তিক চন্দ্র প্রামাণিক, ছিলেন ডাঃ নিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও ওবিসি সংগঠনের রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদক অমল কুমার চন্দ প্রমুখ। উদ্যোক্তারা সকলকে উত্তরীয়, ব্যাজ ও পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন।

সভাপতি তুষার কান্তি হালদার তাঁর স্বাগত ভাষণে আয়োজিত সম্মেলনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সম্পাদক গিরীজা বাবু পিছিয়ে পড়া সমাজের কপালী সম্প্রদায়ের মানুষজনের স্বার্থে আন্দোলন জারি রাখার আহ্বান জানান। মধুসসূদনবাবু বলেন, আমাদের প্রাপ্য অধিকার ছিনিয়ে নিতে হবে, রাজনৈতিক সুবিধা আদায় করতে হবে। এজন্য সমিতির সদস্য যুবকদের এগিয়ে আসতে হবে, রাধারমন মণ্ডল রাজনৈতিক সংরক্ষণের দাবি জানান। সম্মেলনে উপস্থিত রাজ্যের বিভিন্ন জেলা থেকে আগত প্রতিনিধিগণ প্রয়াত রাজ্য নেতৃত্ব

চাঁদপাড়ার বাসিন্দা প্রশান্ত বিশ্বাসের অবদান স্মরণ করেন।

অনুষ্ঠান মঞ্চ থেকে এদিন ডাক্তারিতে পড়ার সুযোগ পাওয়া কপালী সম্প্রদায়ের সন্তান দেবার্ঘ্য মণ্ডল, অভিজিৎ রায়, সন্দীপ সরকারদের বিশেষ সংবর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এছাড়া ২৪ জন কপালী পরিবারের দুস্থ ও মেধাবী সন্তানকে দুহাজার টাকা করে ছাত্র-বৃত্তি প্রদান করা হয়। দিলীপ পাল, শচীন বিশ্বাস, চন্দন হালদার ও শিশুশিল্পী দেবপ্রিয়া হালদারের গাওয়া গান এদিনের অনুষ্ঠানকে প্রাণবন্ত করে তোলে। সভাপতি তুষারবাবু জানান, এদিনের সম্মেলনে সর্বসম্মত ভাবে নতুন রাজ্য কমিটি গঠিত হয়েছে।

গর হাজির তৃণমূল নেতৃত্ব

প্রথম পাতার পর

মতুয়াদের এই আন্দোলনকে সমর্থন জানিয়েছেন। সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অধীর বলেন, নাগরিকত্ব এবং ভোটাধিকারের জন্য ন্যায্য দাবিতে আন্দোলন করছেন মতুয়ারা। কিন্তু তাদের কথা কেউ শুনছেন না। তৃণমূল এবং বিজেপি নিজেদের মতো করে যুক্তি দিচ্ছেন। কিন্তু সাধারণ মতুয়ারা তো বিপদের মধ্যে আছেন। মমতাবালা ঠাকুরকে সামনে রেখেই তিনি বলেন, এস আই আরের প্রতিবাদে আন্দোলন করতেই হয়, তাহলে দিল্লির যন্তরমন্তরে গিয়ে আন্দোলন করুন। আগামী ১ ডিসেম্বর থেকে শীতকালীন অধিবেশন শুরু হবে। এই সময় দিল্লিতে আন্দোলন করে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকে একটা অর্ডিন্যান্স আনতে বাধ্য করুন। যাতে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় নাম না থাকলেও মতুয়াদের ভোটাধিকার দেয় কেন্দ্র। আমি আপনাদের আন্দোলনে থাকব।

বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূলের সভাপতি বিশ্বজিত দাস। আর সংঘঠনের চেয়ারম্যান হলেন মমতাবালা ঠাকুর। দু'জনের মধ্যে সম্পর্ক ভালো নয়। দ্বন্দ্ব রয়েছে দুই নেতৃত্বের মধ্যে। বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার তৃণমূল নেতৃত্বের না আসার পিছনে সভাপতি এবং চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্ব কাজ করেছে বলেই মত রাজনৈতিক মহলে।

মতুয়াদের অনশনে তৃণমূলের কোন নেতৃত্বের না আসা প্রসঙ্গে বিশ্বজিত দাস বলেন, আমাদের কিছু জানানো হয় নি। তাছাড়া এটা কোন রাজনৈতিক বিষয় নয়। ধর্মীয় বিষয়। সি পি এম,কংগ্রেস মতুয়াদের জন্য কিছুই করে নি। ঠাকুর বাড়ি থেকে মতুয়াদের সার্বিক উন্নয়ন করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

এই প্রসঙ্গে হাবরার বিধায়ক জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক বলেন, তৃণমূলের প্রতিনিধি তো মমতাবালা ঠাকুর নিজেই। এস আই আরের মাধ্যমে একজন বৈধ ভোটারের নাম বাদ দেওয়া যাবে না বলেই দাবী করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলার মানুষ বলছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি সঠিক। তিনি বলেন, আমাদের দাবি যদি অন্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা এসে সমর্থন করেন, তাহলে তো নৈতিক জয় তৃণমূলের। আমরা সবাই নিজের নিজের এলাকার মতুয়াদের সুরক্ষিত রাখার কাজ করছি। এই প্রসঙ্গে মমতাবালা ঠাকুর বলেন, মতুয়াদের এই আমরণ অনশনে কেউ আসবে কি আসবে না, সেটা তাদের বিষয়। আমরা সকলকেই স্বাগত জানাই। তৃণমূল নেতৃত্ব খোঁজখবর রাখছেন।

এদিন অধির চৌধুরী এসে তার ব্যক্তিগত মত জানিয়েছেন। কিন্তু আমরা সংগঠনের পক্ষ থেকে আগেই সিদ্ধান্ত নিয়েছি, যতদিন আমরা শ্বাস নিতে পারব, ততদিন এখানেই আন্দোলন চলবে। এরপর কলকাতায় যাব। পরবর্তীতে দিল্লিতেও আন্দোলন করব। কিন্তু মতুয়াদের এই দাবিকে আইনে পরিণত করতে যদি একটা শক্তপোক্ত রাজনৈতিক দলের সাপোর্ট না থাকে, সেক্ষেত্রে সম্ভব নয়।

তৃণমূলের বিজয়া সম্মেলন

সংবাদদাতা ঃ গত ২ নভেম্বর চাঁদপাড়ার ঢাকুরিয়া গ্রামীণ তৃণমূল কংগ্রেস বিজয়া সম্মেলনের আয়োজন করে। এদিন অপরাহ্নে চাঁদপাড়া ষ্টেশন পার্শ্বস্থ ঢাকুরিয়া নেতাজী ক্লাব প্রাঙ্গনে অনুষ্ঠিত বিজয়া সম্মেলনে স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্ব উত্তম লোধ ও জয়দেব বর্ধনের আহ্বনে গ্রামের ১০ টি বুথ থেকে কয়েকশো মানুষ সম্মেলনে যোগ দেন। সভায় উপস্থিত গ্রামবাসীগণের মধ্যে মহিলাদের উপস্থিত ছিল যথেষ্ট।

সম্মেলনে দলের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস। গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, কর্মধ্যক্ষ নিরুপম রায়, চাঁদপাড়ার অঞ্চল প্রধান দীপক দাস। দলনেতা ও শিক্ষক শ্যামল বিশ্বাস, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি অজয় দত্ত। ছিলেন বর্ষিয়ান দলনেতা চিত্ত হালদার প্রমুখ উপস্থিত সকলে পরস্পর পরস্করের মধ্যে শুভ বিজয়া ও শুভ দীপাবলীর আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে নির্বাচন কমিশন ও বি জে পি'র মদতে এস আই এর ও এন আর সির চালু করার সমালোচনা করেন। সেই সঙ্গে আসন্ন রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে দিকে দিকে তৃণমূল কংগ্রের প্রার্থীদের জয়ী করার আহ্বান জানান, সেই সেঙ্গে দলনেত্রী মমতা বন্দোপাধ্যায়কে চতুর্থ বারের জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পদে আসীন করার লক্ষ্যে কাজে লেগে পড়ার পারমর্শ দেন। সভা শেষে নেতৃবৃন্দ সকলকে মিষ্টি মুখে আপ্যায়িত করেন।

চিকিৎসা পরিষেবায় নজর কাড়ল নারায়ণা

নীরেশ ভৌমিক ঃ প্রতিষ্ঠানের ১১ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে এক আলোচনা সভার আয়োজন করে বারাসতের নারায়ণা হসপিটাল কর্তৃপক্ষ। গত ৭ নভেম্বর হাসপাতালের কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত সভায় উপস্থিত কতিপয় সাংবাদিক ও সমাজ কর্মী গণের সাথে আলোচনায় অংশ গ্রহন করেন হাসপাতালের ডিরেক্টর মিঃ শুভাশিস ভট্টাচার্য, পাবলিক রিলেশন অফিসার বারিদ বরন বাইন, মার্কেটিং ম্যানেজার শৈবাল ব্যানার্জী ও অনিন্দ্য ঘোষ, ছিলেন সহযোগী মিলন বাবু ও ইভানঢ হেমব্রম।

আলোচনা থেকে উঠে আসে যে, শহর কলকাতার উপকণ্ঠে অবস্থিত এই স্বাস্থ্যকেন্দ্রটি ১১ বৎসরে যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছে। ও পি ডি ও আই সি ইউ-তে অনেক বেড বেড়েছে। সম্প্রতি আই সি ইউর আধুনিকিকরণ হয়েছে। উন্নত মানের সার্জারি, এম, আর, আই ও সিটি স্ক্যান হচ্ছে। সিনিয়র সিটিজেনদের জন্য মিনিমাম চার্জে হেল্থ চেকআপের ব্যবস্থা, সেই সঙ্গে রাজ্য সরকারের স্বাস্থ্য সার্থী কার্ডে চিকিৎসার ব্যবস্থা রয়েছে বলে কর্তৃপক্ষ জানান। সেই সেঙ্গে রোগী পরিষেবা প্রদানে কোন ত্রুটি থাকলে তা কর্তৃপক্ষের নজরে আনার আহ্বান জানান উপস্থিত হাসপাতালের বিশিষ্ট পরিচালকগণ। উপস্থিত হাসপাতালের বিশিষ্ট পরিচালকগণ উপস্থিত সাংবাদিকগণ হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের পাশাপাশি পরিষেবা বিষয়ে হাসপাতালে চিকিৎসারত ও চিকিৎসা প্রাপ্ত রোগীদের অভিজ্ঞতা জানার ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন। সেই সঙ্গে হাসপাতালের চিকিৎসকগণের সুচিকিৎসায় জটিল রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া রোগী এবং তাঁর স্বজনদের নিকট থেকে সঠিক পরিষেবার বিষয়টিও জানতে চান সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিগণ।

চাঁদপাড়ায় বিজেপি'র কম্বল প্রদান

নীরেশ ভৌমিক ঃ শীতের শুরুতেই এক অনুষ্ঠানে এলেকার দুস্থ মানুষজনের হাতে শীতবস্ত্র কম্বল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান বনগাঁ দক্ষিণের বিধায়ক স্বপন মজুমদার।

গত ৯ নভেম্বর সন্ধ্যায় চাঁদপাড়া বাজার বাসস্ট্যান্ডে ভারতীয় জনতা পার্টির উদ্যোগে আয়োজিত বিজয় সম্মেলনে উপস্থিত সকলে পরস্পরের মধ্যে প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। দলের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিধায়ক স্বপন মজুমদার সহ অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দলনেতা প্রবীর রায়, শিক্ষক অপূর্ব লাল মজুমদার আইনজীবী মৃনাল টিকাদার, যুব নেতৃত্ব অলিপ সাহা, শম্ভু খাঁ, তুষার হালদার, ছিলেন দলীয় পঞ্চায়েত সদস্যা গোলাপী সরকার, বিউটি ঢালি, পার্থ দাস, হরকুমার বাইন ও দিলীপ বিশ্বাস প্রমুখ।

নেতৃবৃন্দ উপস্থিত সকলকে শুভ বিজয়া ও দীপাবলীর আন্তরিক শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সেই সঙ্গে নেতৃবৃন্দ এস আই আর ও সি এ এ তে ফর্ম পুরন করার আহ্বান জানান। পরিশেষে বিধায়ক স্বপন বাবু এলেকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষনের হাতে কম্বল তুলে দেন। দলীয় কর্মীবৃন্দ সমবেত সকলের হতে লাড্ডু তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। শীতের শুরুতেই শীতবস্ত্র কম্বল পেয়ে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করেন দুস্থ মানুষজন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-
৯২৩২৬৩৩৮৯৯
৭০৭৬২৭১৯৫২

টাল-মাটাল বনগাঁ পৌরসভা

প্রথমপাতার পর...

নির্বাচনে বনগাঁ পুরসভার চেয়ারম্যান হন গোপাল। ভাইস চেয়ারম্যানের দায়িত্ব দেওয়া হয় শংকরের স্ত্রী জ্যোৎস্না আঢ্যকে। শংকর এবং গোপালের অনুগামীদের রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব প্রায়ই ঘটে বনগাঁয়। পুরসভা পরিচালনার ক্ষেত্রেও চেয়ারম্যানের সিদ্ধান্তের বিপরীত অবস্থানে থেকেছেন শংকরের স্ত্রী জ্যোৎস্না। ফলে চেয়ারম্যান,ভাইস চেয়ারম্যানের দ্বন্দ্বও সামনে আসে।

এদিন দুপুরে চিঠি দিয়ে ভাইস চেয়ারম্যানের পদ থেকে জ্যোৎস্না আঢ্যকে সরিয়ে দিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ। চিঠিতে কারণ হিসেবে গোপাল শেঠ বলেছেন, দীর্ঘদিন ধরেই পুরসভার আয় বৃদ্ধিতে জ্যোৎস্না আঢ্যর কর্তব্যে গাফিলতি রয়েছে। জ্যোৎস্না অবশ্য চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন গোপাল শেঠের বিরুদ্ধে।

তিনি বলেন, দল গোপাল শেঠকে পদত্যাগের নির্দেশ দিয়েছেন। আমাকে দেয় নি। উনি নিজে পদত্যাগ না করে আমার বিরুদ্ধে চক্রান্ত শুরু করেছেন। আমাকে ভাইস চেয়ারম্যান পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। গোপাল শেঠ অবশ্য এই বিষয়ে কিছু বলতে নারাজ।

গোলাবাড়িতে ইফকোর কৃষকসভা অনুষ্ঠিত

সংবাদদাতা ঃ ঐতিহ্যবাহী সার প্রস্তুতকারী সংস্থা ইফকোর উদ্যোগে ১৩ নভেম্বর এক কৃষকসভা অনুষ্ঠিত হয় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার বারাসাত ২ ব্লকের গোলাবাড়িতে। সভায় এলেকার বিভিন্ন গ্রামের ৫৯জন কৃষিজীবী মানুষ উপস্থিত হন।

এদিনের সভায় উপস্থিত ছিলেন ইফকোর কলকাতা বিভাগের কৃষি বিশেষজ্ঞ অজিত ভট্টাচার্য এবং জেলার ক্ষেত্র প্রবন্ধক বিশিষ্ট সার বিশেষজ্ঞ রীতেশ ঝা। সমবেত কৃষকদের সামনে কৃষি ও সার বিশেষজ্ঞ মিষ্টার ভট্টাচার্য্য ইফকোর যুগান্তকারী আবিষ্কার ন্যানো ইউরিয়া ও ন্যানো ডিএপি (তরল) সারের গুণাগুন, প্রয়োজনীয়তা এবং সেই সঙ্গে জমি ও ফসলে প্রয়োগ পদ্ধতি তুলে ধরেন।

চাঁদাপাড়ায় প্রয়াত জননেতা অরুণ মহাপাত্রর স্মরণ সভা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ২৫ অক্টোবর চাঁদপাড়ায় বাসিন্দা অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক ও মানবদরদী সমাজকর্মী অরুন কান্তি মহাপাত্র (৮৪) শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। ৫ নভেম্বর স্থানীয় মিলন ব্যাংকুয়েট অনুষ্ঠান গৃহে প্রয়াত অরুণ বাবুর স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরিবারের সদস্য পুত্র শিবাজী, সহধর্মিনী মীরা দেবী, পুত্রবধূ কুন্তলা দেবী, পৌত্র শমীক সহ সমব্যথী ও শুভানুধ্যায়ী পরিজনের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত স্মরণ সভায় অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, প্রয়াত অরুণ বাবুর অনুগামী বিশিষ্ট সি পি আই এম নেতা সত্য কপাট, সন্তোষ দাস, কপিল ঘোষ, প্রাক্তন জেলা পরিষদ সদস্য দুলাল সরকার, নিত্যানন্দ রায়, গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির প্রাক্তন সভাপতি লতিকা কপাট, কানু ভৌমিক, অশোক সাহা, অনুপম বিশ্বাস, শিক্ষক শান্তিপদ বিশ্বাস, গোপাল চন্দ্র সাহা, ছিলেন চাঁদপাড়ার প্রধান দীপক দাস, সমাজকর্মী শ্যামল বিশ্বাস, রঞ্জিত কর্মকার, ছিলেন প্রয়াত অরুণ বাবুর ভ্রাতা তরুণ কান্তি মহাপাত্র ও ভগিনী স্বাগতা নন্দ সহ আরোও অনেকে। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে উজ্জ্বল ও আদর্শ চিত্ত, মানব দরদী এবং সকলের প্রিয় শিক্ষক অরুণ বাবুর শিক্ষকতা ও রাজনৈতিক জীবনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। গাইঘাটার জলেশ্বর হাই স্কুলে অংকের শিক্ষক হিসেবে প্রভূত সুনাম অর্জন করেন।

শিক্ষকতা ছাড়াও দক্ষ প্রশাসক হিসেবে অরুণ বাবু জলেশ্বরে হিমঘর, এবং বারাসতের ল্যান্ড জেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্ক এর চেয়ারম্যানের দারিত্ব পালন করেছেন। জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ হিসেবে এলাকার উন্নয়নেও সচেষ্ট ছিলেন কৃষক দরিদ্র অরুণ বাবু। সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষজনের জন্য অজীবন কাজ করে গেছেন তিনি। গুরুত্ব পূর্ণ ও মননশীল নানা লেখাও রয়েছে অরুণ বাবুর। পুস্তক হিসেবে তা প্রকাশের জন্য পুত্র শিবাজীর নিকট আহ্বান জানান সকলে।

বড়া হাই স্কুলের হীরক জয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন

নীরেশ ভৌমক ঃ গত ১৩ নভেম্বর মধ্যাহ্নে এক বর্ণময় শোভাযাত্রার মধ্য দিয়ে মহাসমারোহে শুরু হয় ঠাকুরনগরের বড়া উচ্চ বিদ্যালয়ের হীরক জয়ন্তী বর্ষ পূর্তি উৎসব। বিদ্যালয়ের ছাত্র- ছাত্রী, শিক্ষক শিক্ষিকা, অভিভাবক ও এলেকার শিক্ষানুরাগী ব্যক্তিগণ বর্ণাঢ্য এই পদযাত্রায় সামিল হন। মিছিলে এন, সি, সি, ক্যাডেট, আদিবাসী মহিলা ও মতুয়া রমনীদের সুসজ্জিত বেশে অংশ গ্রহন, এছাড়া রণপায়ে ভারত মাতার বেশে এক স্কুল ছাত্রী এলেকাবাসীর নজর কাড়ে। বিদ্যালয় থেকে বের হয়ে বর্ণাঢ্য মিছিল গোবরডাঙা ঠাকুরনগর সড়ক ধরে ঠাকুরনগর রেল ষ্টেশন ও বাজার হয়ে স্কুলে ফিরে এসে। এদিন তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সূচনায় উপস্থিত ছিলেন জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক (মাধ্যমিক) বাদল পাত্র, শিক্ষা আধিকারিক সুকুমার পসারী, শিক্ষক সুশান্ত বিশ্বাস, অরিন্দম দে। বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক ও পরিচালক সমিতির সম্পাদক পিনাকী বিশ্বাস সকলকে স্বাগত জানান। উদ্বোধনী অনুষ্ঠান পরিচালনায় বিদ্যালয়ের নবাগত শিক্ষক সাজাহান মণ্ডলের মুন্সিয়ানা প্রশংসার দাবি রাখে। তিনদিন ব্যাপী আয়োজিত উল্লেখযোগ্য অনুষ্ঠানগুলির মধ্যে রয়েছে বিদ্যালয়ের পড়ুয়াদের সংগীত আবৃত্তি ও নৃত্যানুষ্ঠান, মূকাভিনয়, রয়েছে বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীগণ পরিবেশিত নাটক 'বোকা স্বপ্ন', উৎসবের শেষ দিনে রায় বেঁশে লোকনৃত্য ও বহিরাগত শিল্পী সমন্বয়ে সংগীতানুষ্ঠান। রয়েছে শিক্ষামূলক আলোচনা, নৃত্য প্রদর্শনী ও কথাবলা পুতুলের প্রদর্শনী। গ্রামের স্কুলের শিক্ষার্থীগণের এই মহতী উদ্যোগকে এলেকার মানুষজন সাধুবাদ জানান।

চাঁদপাড়া প্রতিভা অন্বেষণ অভীক্ষার পুরস্কার প্রদান শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘের

সংবাদদাতা ঃ গত ৫ নভেম্বর অখিল ভারতীয় রাষ্ট্রীয় শৈক্ষিক মহাসঙ্ঘ পরিচালিত আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় ফাউন্ডেশনের উদ্যেগে অনুষ্ঠিত প্রতিভা অন্বেষণ অভীক্ষার পুরস্কার প্রদান করা হয় এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে। এদিন মধ্যহ্নে চাঁদপাড়া ষ্টেশন রোডের দেবাঙ্গন অনুষ্ঠান গৃহে সমবেত কণ্ঠে সরস্বতী স্ত্রোত্র পাঠের মধ্য দিয়ে আয়োজিত পুরস্কার ও শংসাপত্র প্রদান অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। শুরুতেই সমবেত শিক্ষক ও অভিভাবকগণ পরস্পরের মধ্যে শুভ বিজয়ার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা বিনিময় করেন।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে ছিলেন অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক সরোজ চক্রবর্তী, প্রধান শিক্ষক অশোক সরকার, মনতোষ মজুমদার, শিক্ষক নেতৃত্ব হিমাংশু হালদার, দেবব্রত বৈরগী, পার্থ বিশ্বাস, লোকনাথ ঘোষ, কৃষ্ণেন্দু পোদ্দার, চন্দন মল্লিক প্রমুখ। বিশিষ্ট শিক্ষক নেতৃবৃন্দ তাঁদের বক্তব্যে সুকুমার মণ্ডল ছাত্র-ছাত্রীজের কল্যাণে মেধা অন্বেষণ এবং পুরস্কার প্রদানের বিষয়টিকে সাধুবাদ জানান এবং অনুষ্ঠিত পরীক্ষার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ব্যক্ত করেন। সেই সঙ্গে যাঁর নামে এই প্রতিভা অন্বেষণ পরীক্ষা সেই স্বানামধন্য বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের জীবন, কর্ম ও আদর্শের উপর আলোকপাত করে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন। উদ্যোক্তারা এদিন চাঁদপাড়া কেন্দ্র সহ, জেলার সেরা শিক্ষার্থীগণের হতে আকর্ষনীয় পুরস্কার ও শংসাপত্র তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানান। পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের অভিভাবকগণের ব্যাপক উপস্থিতি ছিল লক্ষনীয়। পুরস্কার প্রাপ্ত পড়ুয়াগণের মধ্যে বেশ উৎসাহ উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। অন্যতম সংগঠক শিক্ষাতক নেতা মনতোষ মজুমদার জানান, আগামী বৎসর জেলায় পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা আরোও বাড়বে।

বেঙ্গল ফাইন আর্টস কলেজে সেমিনার

সংবাদদাতা ঃ চাঁদপাড়ার বেঙ্গল ফাইন আর্টস কলেজে গত ১২ নভেম্বর এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। কলেজের অবনীন্দ্র সভাঘরে আয়োজিত সেমিনারে মূল্যবোধ ও জাতীয় শিক্ষানীতি-২০২০ এর উপর আলোচনায় অংশ নেন অধ্যাপক ড. বাসুদেব মণ্ডল, সুদীপ্ত রায় ও সত্যজিৎ সরকার। বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৫টা অবধি অনুষ্ঠিত সেমিনারে কলেজের শিক্ষার্থীগণ অংশগ্রহণ করেন। এদিন 'কলাবৈভব' শীর্ষক একটি গ্রন্থও আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রকাশিত হয়। এদিনের সেমিনারে উপস্থিত পড়ুয়াগণের মধ্যে আলোচনাকে ঘিরে বেশ উৎসাহ ও আগ্রহ পরিলক্ষিত হয়।

MOBILE KING
যে কোন প্রকার মোবাইল
বিক্রয়, মেরামত ও
মোবাইলের জিনিসপত্র
ক্রয় বিক্রয় করা হয়।
8944800404

শুভ বিজয়ার আন্তরিক অভিবাদন ও শুভকামনা জানুন

নিউ পি.সি. জুয়েলার্স

মানকঃ পথপ্রদর্শকঃ

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ
হলমার্ক ছাড়া সোনার গহনা কম্পিউটার দ্বারা টেস্টিং করে নেওয়া হয়।
পুরোনো সোনা ও রুপো খরিদ করা হয়।
সোনা, রুপা, ডায়মন্ড এর গহনা ও গ্রহরত্ন হোলসেল করা হয়।

আমাদের ISI TESTING CARD-এর মাধ্যমে গ্রহরত্ন কিনলে যা ব্যবহার করার পরেও ফেরত মূল্য পাওয়া যায়।

সোনার দাম পেপার দরে

জ্যোতিষি প্রতিদিন চেম্বারে বসছেন
বিশিষ্ট জ্যোতিষের কাছে বিনামূল্যে পরামর্শ নিন শুধুমাত্র বৃহস্পতিবার ও শুক্রবার কলকাতাতে এবং শনিবার বনগাঁতে।

ফরেক্স-এর কাজ জানা (৫-১০ বছরের অভিজ্ঞতা) সেলম্যান ও অফিস স্টাফ চাই

আমাদের এখানে ট্রাভেলার কার্ড ও সমস্ত বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ করা হয়। সকল ইন্টারন্যাশনাল ট্রাভেলার যারা মুদ্রা বিনিময় করতে চান, নীচে দেওয়া নম্বরে যোগাযোগ করুন

ফরেক্স সুবিধা উপলব্ধ (RBI অনুমোদিত)
আমাদের বিশ্বব্যাপী বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সুবিধা রয়েছে।
আমাদের এখান থেকে ফরেক্স-এর লাইসেন্স করে দেবার সু-ব্যবস্থা আছে।

সোনা, রুপা, হীরা এবং আসল পাথর কিনলে পাওয়া যাবে ধামাকা ছাড় এবং আকর্ষণীয় উপহার

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
১০৭, ওল্ড চায়না বাজার স্ট্রিট, বড়বাজার, রাম রহিম মার্কেট
৩য় তলা, রুম নম্বর ৩০৪, কলকাতা ৭০০ ০০১

আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা

ডায়মন্ড জুয়েলারীতে স্পেশাল ধামাকা Offer

শিয়ালদহ বা হাওড়া স্টেশন থেকে বাসে বা অটোতে ত্রিপলপট্টি (ব্র্যাবন রোড) নেমে রাস্তা পার করে কাচের বিল্ডিং (পাশে ভিখারাম চাঁদ মল)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স
বাটার মোড়, বনগাঁ (বনশ্রী সিনেমা হলের সামনে)

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স বিউটি
মতিগঞ্জ, হাটখোলা, বনগাঁ, উত্তর ২৪ পরগণা

নিউ পি. সি. জুয়েলার্স ব্রাঞ্চ
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), দোতলায়

নিউ পি. সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে)

বনগাঁ স্টেশন থেকে টোটোতে বাটার মোড়

80177 18950 | 98003 94460 | 82503 37934
npcjewellers@gmail.com www.npcjewellers.com

কর্মসংস্থানের সুযোগ
আমাদের শোরুমের জন্য গানম্যান প্রয়োজন।
আমাদের শোরুমের জন্য সুদক্ষ কারিগর প্রয়োজন। ESI, PF আছে।
অভিজ্ঞ জ্যোতিষীদের জন্য চেম্বার প্রস্তুত অতিসত্বর যোগাযোগ করুন।
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালে ১-২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সেলসম্যান চাই।
নিউ পি.সি. জুয়েলার্সে ২-৩ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন সোনা, রূপো ও হিরে ও গ্রহরত্নের সেলসম্যান চাই। ESI, PF আছে।
জুয়েলারী শোরুমের কাজেকর্মে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কম্পিউটার ও বারকোডের কাজ জানা স্টাফ চাই।
CCTV ক্যামেরা, ফেন ও কম্পিউটার সংক্রান্ত বিষয়ে জানা আভজ্ঞ টেকনিশিয়ান স্যাফ প্রয়োজন।

প্রতি কেনাকাটায় 20% - 30% ছাড়
সকলকে জানাই সাদর আমন্ত্রণ
নিউ পি.সি. অপটিক্যাল
বাটার মোড়, বনগাঁ (কুমুদিনী বিদ্যালয়ের বিপরীতে)

ডাক্তারদের অনুরোধ
আমাদের নিউ পি.সি. অপটিক্যালের নতুন ব্রাঞ্চ-এ চক্ষু বিশেষজ্ঞদের জন্য চেম্বর করার সুব্যবস্থা রয়েছে। বনগাঁয় একটি নতুন চক্ষু হাসপাতাল হতে চলেছে।

DENTIST বা দাঁতের ডাক্তার প্রয়োজন
আমাদের New PC Optical- এর আধুনিক এবং উন্নতমানের Dental Set up তৈরি হচ্ছে, তাই অভিজ্ঞ BDS /Dental Surgeon প্রয়োজন, যিনি নিয়মিত বা পার্ট টাইম চেম্বার করতে ইচ্ছুক তারাই যোগাযোগ করবেন।

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**